চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

উপস্থিত সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মেয়র প্যানেলবৃন্দ, সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরবৃন্দ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ আস্‌সালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই আদাব।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ''২০০৯-এর ৭৬ ধারায়'' বলা হয়েছে, প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন চলতি বছরের জুন-এর মধ্যে আসন্ন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করবে যা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট হিসেবে পরিগণিত হবে। তারই আলোকে আমার দায়িত্বকালীন ২য় বাজেট অধিবেশন-এর আয়োজন। এই অধিবেশনের শুরুতে আমি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এবং বিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি বাহান্নের ভাষা শহিদদের এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারানো ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত বীরাঙ্গনা মা-বোন, জাতীয় ৪ নেতা এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের। স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্যদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাদার অব হিউম্যানিটি, দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার উপর আস্থাশীল হয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য। সাথে সাথে চট্টগ্রাম মহানগরের সকল জনসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ২ হাজার ৪ শত ৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে কোনোরূপ ম্যাচিং ফান্ড ব্যতীত 'চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প এবং ১ হাজার ৩ শত ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাড়ইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন' শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) একনেক সভায় অনুমোদন প্রদানের জন্য। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে দারিদ্র্যের হার। স্মরণ করছি সাবেক কীর্তিমান মেয়র চট্টলবীর এ.বি.এম. মহিউদ্দিন চৌধুরীসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাঁদের শ্রম ও মেধা ব্যয় হয়েছে এই নগর বিনির্মাণে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যাঁরা আমাদের এই পরিষদকে নির্বাচিত করে নাগরিকসেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি বৃহৎ পরিবার। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের বসবাস। এখানে অনেক সেবা সংস্থা রয়েছে যাঁরা নগরবাসীকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে থাকেন। তার মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সবচেয়ে বড়ো ও নগরের অভিভাবক প্রতিষ্ঠান। আমি বিশ্বাস করি, সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। সমস্যা আছে এবং থাকবেই। মেধা,

দক্ষতা, সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমাধানের পথ আমাদের খুঁজতে হবে। নগরবাসীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিদান দিতে হবে। অতীত নিয়ে কিছু বলতে চাইনা। যা আছে তা নিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ পানে এগিয়ে যেতে হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়নকল্পে বিগত এক বছরে অনেকগুলো নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। পরিচ্ছন্ন, সবুজ, বাসযোগ্য ও নান্দনিক চট্টগ্রাম মহানগরী গড়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ১ হাজার ২ দুইশত ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ২ হাজার ১ শত ৬১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর সামনে উপস্থাপন করছি।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত ৭০ লক্ষ নগরবাসীকে যথাযথ নাগরিকসেবা প্রদানে বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ীভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে কর্পোরেশনের বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে কর্পোরেশনের অনুমোদিত বিভিন্ন পদ শূন্য হওয়ায় উক্ত পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার আলোকে ৯,৬০৪ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সিটিজেন চার্টার-এর আলোকে নগরবাসীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অত্র কর্পোরেশনে অস্থায়ীভাবে কর্মরত ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানবিক দিক বিবেচনা করে দুই ধাপে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে কর্মরত অস্থায়ী কর্মকর্তাদের বেতন প্রতি মাসে প্রায় ৩,০০০ টাকা– ৪,৫০০ টাকা পর্যন্ত পদের ভিন্নতা অনুযায়ী সম্মানসূচকভাবে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে ৩য় শ্রেণিতে অস্থায়ীভাবে কর্মরত দৈনিকভিত্তিক ও নির্ধারিত বেতনভোগীদের প্রতি মাসে প্রায় ৩,৯৩০ টাকা থেকে ৫,৯৯৪ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণিতে অস্থায়ীভাবে কর্মরত দৈনিকভিত্তিক ও নির্ধারিত বেতন ভোগীদের প্রতি মাসে ২,৮৫০ টাকা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত ডোর-টু-ডোর শ্রমিকদের প্রতি মাসে প্রায় ২,৮৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অস্থায়ীভাবে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে, যা দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়াও আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে অদ্যাবধি ঠিকাদার ও অন্যান্য বকেয়া বিল বাবদ ১,৪৬,৭৫,৫৫,১৮৬/- (একশত ছেচল্লিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার একশত ছিয়াশি) টাকা, পানির বিল বাবদ ৩,০০,০০,০০০/-(তিন কোটি) টাকা এবং গ্যাস বিল বাবদ ৩,৩০,৬৬,৮৭৭/- (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার আটশত সাতাত্তর) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া আনুতোষিক বাবদ ১৫,০১,৩৪,৫০০/-(পনেরো কোটি এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বকেয়া দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিশোধের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড কার্যালয় হতে প্রদত্ত সকল ধরনের সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সেবাদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবকদের সেবা প্রদান কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির সুবিধা নিশ্চিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদার করা হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট-এর মাধ্যমে হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে বকেয়া কর পরিশোধের লক্ষ্যে সারচার্জ মকুবের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং রাজস্ব আদায়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিটি কর্পোরেশন সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর-এর সংস্থাসমূহের পৌরকর আদায়ের নিমিত্তে নিয়মিত পত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বকেয়া পৌরকর পরিশোধের বিষয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠান করেছে এবং অনাদায়ী পৌরকর আদায়ে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এতে সরকারি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সম্মানিত করদাতারা স্বপ্রণোদিত হয়ে সাড়া দিয়ে নিয়মিত কর পরিশোধ করছেন। উত্তরোত্তর কর আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নগরবাসীকে উন্নতসেবা নিশ্চিত করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বী হতে হবে। উল্লেখ্য যে, যেখানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কর আদায়ের হার ৯০%-এর বেশি সেখানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ-পর্যন্ত কর আদায়ের পরিমাণ ৪৭%। সাথে সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি। তাই রাজস্ব আদায়ে আমি নগরবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি। নগরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া এ-নগরীকে টেকসই ভিত-এর ওপর দাঁড় করানো কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। সকল ব্যবসা/পেশা/বৃত্তিকে ট্রেড লাইসেন্স-এর আওতায় আনার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইতোমধ্যে যেসকল ব্যবসা/পেশা/বৃত্তির সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেননি তাঁদেরকে সহজভাবে স্পট/অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করবেন এবং সময়মত নবায়ন করবেন বলে আশা করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, সঠিকভাবে সম্মানিত ব্যবসায়ীবৃন্দ ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করলে ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা দাঁড়াবে আনুমানিক ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)। কিন্তু বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন-এর রেজিস্টার অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা মাত্র ৮৫ (পঁচাশি) হাজার। সকল সম্মানিত ব্যবসায়ীবৃন্দকে ট্রেড লাইসেন্স-এর আওতায় আনা গেলে এই খাতে প্রায় ১০০ (এক শত) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানির ওপর কর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেলে আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আদায় করতে পারবে। একইভাবে বন্দরের আয় হতে ১% সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ‘‘২০০৯’’-এ সংশোধনী বিল আনয়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাত্র কয়েকটি খাতে ট্যাক্স আদায় করে। ঢাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর ন্যায় ২৬টি খাতে ট্যাক্স আদায়ের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ যেমন– ১) ফইল্যাতলী বাজার কিচেন মার্কেট ও উত্তর আগ্রাবাদে নির্মিত মার্কেটের দোকান ও কমিউনিটি হল বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উক্ত মার্কেট দুটি B.M.D.F.-এর অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ঋন চুক্তির আওতায় ২.৫ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে। ২) বহদ্দারহাট কাঁচা বাজার ও ৩) চকবাজার কাঁচা বাজার-এর চলমান কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান। ৪) লালচান্দ রোডে অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ৫) দেওয়ানহাট পোর্ট সিটি কমপ্লেক্সের ৬ষ্ঠ-তলা পর্যন্ত আংশিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ-তলা থেকে ৯ম-তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৬) এফআইডিসি রোডে চসিক-এর ১১.৫৫১ (একর) নিজস্ব জমির ০১ একর অংশে ICT মন্ত্রণালয়ের অধীনে Computer Village স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে ICT মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আইসিটি জ্ঞানসমৃদ্ধ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে। বিবিরহাট কিচেন মার্কেট ও গোরুর বাজারে বহুতলবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন তৈরির প্রস্তাব প্রি-একনেক-এর অপেক্ষায় আছে। বক্সিরহাট ও ফিরিঙ্গি বাজার কিচেন মার্কেট উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ৪০টি স্থানে সম্ভাব্য ৪০টি আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদারবাড়ী ইসলামাবাদ অ্যাপার্টমেন্টের ৪ নং ভবনের ৩২টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মাদারবাড়ী পোর্ট সিটি আবাসিকের প্লট এবং জায়গা নিয়ে চলমান মামলা চূড়ান্ত নিস্পত্তির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা জজ আদালতে জমির মূল্য বাবদ ৯,৯৪,৯০,৯৯০/- টাকা গত ১৬/০৫/২০২২ তারিখে চালানমূলে জমা করা হয়েছে। উক্ত ভূমির পরিকল্পিত বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হবে। উপযুক্ত আয়বর্ধক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং সিটি কর্পোরেশন আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। জনসাধারণের সুবিধার্থে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসপাতালে প্রত্যেক কর্ম-দিবসে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিন ডোজ মিলে সর্বমোট ৬৪,৬৪,৫৬০টি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বিশ্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ ৫ম স্থান এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অ্যাম্বুলেন্স সংকট নিরসনে ভারত সরকার কর্তৃক উপহার হিসেবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি ICU অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। যার মাধ্যমে অত্র মহানগরীর জনসাধারণ সাশ্রয়ীমূল্যে ICU সাপোর্টে রোগী পরিবহণ সুবিধা পাবে। ।

তা ছাড়াও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ১২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১টি মাতৃসদন হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সারা দেশব্যাপী পরিচালিত ইপিআই কর্মসূচি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রকল্প হিসেবে ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ইপিআই কার্যক্রমে চসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

জনসাধারণের সুবিধার্থে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু অনলাইন সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে ৪১টি সাধারণ ওয়ার্ড হতে জনগণ সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন করার সুযোগ পাচ্ছে। তা ছাড়া নগরীর জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মেমন মাতৃসদন হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সেবার মান আরো বৃদ্ধির জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা টিম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সেনিটারি ইনস্পেক্টরগণ সরকারের বিধি-বিধানুযায়ী বিশুদ্ধ খাদ্য আইনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। নগরীতে অবস্থিত হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, বেকারি, মিষ্টির দোকান, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, ভোজ্য তেল ও ঘি ফ্যাক্টরি, খাদ্য বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জনগণের স্বার্থে গুণগত মান বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ ও সিটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

নগরীর ৫১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও ৫টি হাসপাতালের মাধ্যমে প্রতিবছর ৩ লক্ষ নগরবাসীকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। ডা. জাকির হোসেন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ, মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাট্স) কোর্স চালু রয়েছে। নগরবাসীর সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশনের প্রদত্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি এলাকায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও টার্সিয়ারি লেবেল হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। ইতোমধ্যে অত্র কর্পোরেশনের আওতাধীন জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় মেরামত, ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয়ক্ষেত্রে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ অনলাইন ক্লাস চালু এবং ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ০২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালুসহ মোট ০৮টি ডিগ্রি কলেজ, ০৭টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ০৮টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ৪৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০৭টি কিন্ডারগার্টেন, ০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ০৩টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ২৪৪টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ০৯টি জামে মসজিদ, ০২টি এবাদতখানা, ০৫টি গণশিক্ষা কেন্দ্র, ০২টি গীতা শিক্ষা

কেন্দ্র ও ০৪টি সংস্কৃত টোলসহ কতিপয় বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা নিশ্চিতে প্রতিবছর ১৫% শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠদানের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।
জাতীয় শোক দিবস ১৫ই আগষ্ট ২০২১ উদযাপন উপক্ষে চট্টগ্রাম মহানগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালসমূহে পূষ্পার্ঘ অর্পণ, খতমে কোরআন মিলাদ মাহফিল, বিশেষ মোনাজাত, দিনব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী, শিশুদের রচনা এবং চিত্রাংঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ও অমর একুশে উপলক্ষে ২০ দিনব্যাপী ''অমর একুশে বইমেলা ২০২২'' উদযাপন করা হয়। এই বর্ণাঢ্য অমর একুশে বইমেলায় বিশিষ্ট ৯ জন ব্যক্তিকে মহান একুশে স্মারক সম্মাননা পদক ও বিশিষ্ট ৪জন ব্যক্তিকে সাহিত্য পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২১ ও বিজয়ের ৫০ বছরপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এতে ৫ হাজার দর্শকদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শপথ পাঠ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং ১৭৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপরিবারে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশিষ্ট ৭জন ব্যক্তিকে মহান স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরীকে সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ-নগরীকে পরিচ্ছন্ন ও মশকমুক্ত সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কাজের মান আরো উন্নত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নগরীকে ৬টি জোনে ভাগ করে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বিভাগের অর্গানোগ্রাম রিমডেলিং করা হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলারদের সার্বিক সহযোগিতায় স্ব-স্ব ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ-বিষয়ে জনগণের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে নিয়মিত মাইকিং, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ নানাবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়াও আবর্জনা অপসারণ কাজে পূর্বে নিয়োজিত ভ্যান, ট্রাক, পে-লোডার, ড্রাম ট্রাক, কন্টেইনার মুভার ইত্যাদি গাড়িবহরে আরো নতুনভাবে গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কাজ চলছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, মেটারনিটি, ডায়াগ্নোস্টিক সেন্টার, ল্যাব ইত্যাদির বর্জ্য অর্থাৎ মেডিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণপূর্বক তা হালিশহর টিজিতে জাইকার অর্থায়নে স্থাপিত ইন্সিনারেটরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রত্যহ পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জাইকার সহযোগিতায় ইন্সিনারেটর স্থাপন করেছে। গত ১১ই জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখ ইন্সিনারেটর যন্ত্রটি উদ্বোধন করা হয়। ধোঁয়াহীন এই যন্ত্রের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৪.৫ টন ঝুঁকিপূর্ণ মেডিক্যাল বর্জ্য পুড়িয়ে পাশের অ্যাশপিটে নিষ্কাশন করা যায়। সরাসরি ধোঁয়া না ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে এবং ক্ষতিকর ও বিষাক্ত গ্যাসীয় উপাদানগুলো ইন্সিনারেটর কর্তৃক শোষিত হওয়ায় আশেপাশের পরিবেশ থাকবে তুলনামূলক অধিকতর

দূষণমুক্ত ও নিরাপদ। মশকনিধন কার্যক্রম জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসু। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদদের মাধ্যমে মশার ঔষধের গুণগত মান যাচাই করা হয়েছে। মশার উৎপাত রোধকল্পে ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে ৪১টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও চিকনগুনিয়া-রোধে নিয়মিত মশার ঔষধ অ্যাডালটিসাইড ও লার্ভিসাইড স্প্রেকরণ ও নালা-নর্দমা হতে মাটি-আবর্জনা উত্তোলন কাজ অব্যাহত আছে।

প্রকৌশল বিভাগ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। যদিও বলা হয়ে থাকে–রাজস্ব বিভাগ আয় করে, প্রকৌশল বিভাগ ব্যয় করে। তথাপি সাম্প্রতিক সময়ে এ-বিভাগের মাধ্যমে বেশ কিছু আয়বর্ধক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে যা চসিকের আয়ের অন্যতম উৎস হতে পারে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অতীতে আমাদের বেশ কিছু আয়বর্ধক প্রকল্প ছিলো এবং এ-থেকে সিটি কর্পোরেশনের আয় ও সম্পদের ভিত মজবুত হতো, কিন্তু সেই ধারাবাহিকতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। নগরীর পরিত্যক্ত জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় নিম্ন আয়ের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে নগরীর আবাসন সমস্যা কিছুটা হলেও নিরসন হবে। আমি ৯ নং ওয়ার্ডে একটি অবৈধ দখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে ইউএনডিপি-র সহযোগিতায় শতাধিক গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছি। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৯টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর তৈরি করে দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতার ভিত মজবুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ-লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই ও উপায় অন্বেষণের আহ্বান জানিয়েছি। পাশাপাশি এস্টেট শাখাকে চসিকের মালিকানাধীন সম্পত্তির হিসেব প্রকৌশল বিভাগকে জানানোর নির্দেশনা প্রদান করেছি। কাঁচা বাজার, কিচেন মার্কেটসহ নগরীর প্রধান কাঁচা বাজারগুলোকে পর্যায়ক্রমে অত্যাধুনিক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পরিবেশ ও ব্যবসাবান্ধব বহুতলবিশিষ্ট কিচেন মার্কেটে পরিণত করা হবে।

চট্টগ্রামকে আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত করতে কাঁচা বাজারগুলোকে আধুনিকায়ন ও ক্রেতা-বিক্রেতাবান্ধব করা আবশ্যক। যত্রতত্র অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁচা বাজার গড়ে উঠেছে। ফলে যত্রতত্র বর্জ্যের স্তূপ সৃষ্টি হয়, পরিচ্ছন্নতা বিঘ্নিত হয় এবং যানজটসহ জনদুর্ভোগ হচ্ছে। আধুনিক কিচেন মার্কেট নির্মিত হলে এমন সমস্যা আর থাকবে না। ফইল্লাতলী ছাড়াও দেওয়ানহাট পোর্ট সিটি কমপ্লেক্স, বিবিরহাট, ফিরিঙ্গি বাজার, বক্সিরহাট ও বেপারিপাড়ায় বহুতল কিচেন মার্কেট-এর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ অ্যাসফল্ট-এর মাধ্যমে পিচঢালা সড়কের মোট সংখ্যা- ১৩৭৮টি। মোট দৈর্ঘ্য ৮১৫ কি.মি. ও গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.। কংক্রিট সড়কের মোট সংখ্যা ১২১৭টি। মোট দৈর্ঘ্য ৩১৯ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি.। ব্রিক সলিং সড়কের মোট সংখ্যা ১৭৫টি। মোট দৈর্ঘ্য ৩০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.। কাঁচা

সড়কের মোট সংখ্যা ১৩০টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.। খালের মোট সংখ্যা ৫৭টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৬১ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি.। পাকা ফুটপাথের মোট সংখ্যা ১৩৮টি। মোট দৈর্ঘ্য ১৬৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৮০ মি. ।প্রতিরোধ দেওয়ালের মোট দৈর্ঘ্য ১০২ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি.। মোট ব্রিজ ২০৭টি । গভীর নলকূপ ৪২৩টি। কালভার্ট ১০৫৪টি ।

প্রকৌশল বিভাগ-এর কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ৪টি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাক, ৯টি পানি বহনকারী ট্রাক, ১টি বিটুমিন বহনকারী গাড়ি, ১টি মোবাইল অ্যাসফল্ট, ১টি মিলিং মেশিন, ১টি মাটির কম্প্রেশন ভাইব্রেটর, ১টি ট্রাক মাউন্টেড ক্রেন, ১টি শর্ট বুম স্কেভেটর, ১টি লং বুম স্কেভেটর ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এডিপি খাতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪৩০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। যার মধ্যে–

- বহদ্দারহাট বারইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩ কি.মি. খালের ২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৫টি এলএ মামলায় ভাগ করা হয়। যার মধ্যে ৩টি মামলার অধিগ্রহণ ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয় বাকি ২টি এলএ মামলা চলমান আছে এবং বর্তমানে প্রায় ১৫% ভৌত-কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি ১৯-০৪-২০২২ সন তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

- ‘চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ১২৬৮.৮২৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস টার্মিনাল নির্মাণ ছাড়া অন্যান্য ভৌত-কাজ শেষ হয়েছে। শুধুমাত্র বাস-ট্রাক টার্মিনালের কাজটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। এ-প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৩৪ কোটি টাকা অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়। বরাদ্দকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাস্তা উন্নয়ন ৬৫ কি.মি. ও ৭টি ব্রিজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ‘চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি ১৪ (চৌদ্দ)তলা ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি ভবনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে ১৫ কোটি টাকা ছাড়করণ করা হয় ও ব্যয় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বি.এম.ডি.এফ.)এর অর্থায়নে নগরীর হালিশহরস্থ ফইল্যাতলী বাজারে বহুতলবিশিষ্ট কিচেন মার্কেটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তা ছাড়া দক্ষিণ আগ্রাবাদ ৩০.৮৪ গণ্ডা জমির ওপর বাণিজ্যিক ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ‘এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন’ শীর্ষক ২৪৯০.৯৬ কোটি টাকার প্রকল্পটি ০৪-০১-২০২২ সন তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় কিছু রাস্তার কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং কনসালট্যান্ট

নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা ও পর্যাপ্ত মনিটরিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম নগরীর চেহারা পাল্টে যাবে মর্মে বিশ্বাস করি।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ‘আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রাক্কলন ভেটিং সম্পন্ন হয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। উক্ত প্রকল্পটি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে কর্পোরেশনের রাজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ৬,০০,০০,০০০ (ছয় কোটি) টাকা ব্যয়ে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিবিরহাটে কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে কিচেন মার্কেট কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আধুনিক যান যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (আনুমানিক ব্যয় ২৯৮.৩২ লক্ষ টাকা) প্রি–একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

জাইকা সিজিপি প্রকল্পের ব্যাচ ১–এ প্রায় ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজ, রাস্তা ও রিটেইনিং ওয়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাচ ২–এ প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা, ব্রিজ, স্কুল ভবন নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে পোর্ট কানেক্টিং রোড অন্তর্ভুক্ত আছে। পোর্ট কানেক্টিং রোড বন্দরের পণ্য পরিবাহী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। সড়কটির নির্মাণকাজ ঠিকাদারের অবহেলায় দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই পূর্বের ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে কাজ বাতিল করে নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করে অতিসম্প্রতি কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। আমার দায়িত্বগ্রহণ পরবর্তী সময়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে এটি অন্যতম সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

এ ছাড়াও জাইকার অর্থায়নে চলমান সিজিপি প্রকল্পের ব্যাচ ২–এর সংশোধিত প্রকল্প হতে ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২টি প্রকল্পের কাজ অতিসম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। অত্র কর্পোরেশনের সম্মানিত নাগরিকগণের বাণিজ্যিক কর্ম-ঘণ্টা বৃদ্ধিসহ রাত্রিকালীন নিরাপদ ও অবাধ চলাচলের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৪১টি ওয়ার্ডের সকল রাস্তা ও অলিগলিতে স্থাপিত পিডিবি পোলে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন জিআই পোল স্থাপন করে টিউব, এনার্জি ও LED বাতি দ্বারা আলোকায়ন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে সর্বমোট বাতিসংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪২ হাজার। আমি দায়িত্বগ্রহণ করার পর ৪১টি ওয়ার্ডে এনার্জি বাল্বের পরিবর্তে ০২ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED গোল বাল্ব এবং চক-স্টার্টারযুক্ত টিউব-লাইটের পরিবর্তে ০১ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED টিউব-লাইট প্রতিস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নগরীর প্রধান সড়কসমূহে স্থাপিত বাতিসমূহ পথচারী ও গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য উন্নত বিশ্বের আলোকে Smart Cityর আদলে পূর্বে স্থাপিত ৮৬ কি.মি. LED বাতির ধারাবাহিকতায় প্রধান ৩০টি সড়কের ৭৬ কি.মি. আলোকায়ন করা হয়েছে। এই বাতিসমূহ CCMS (সেন্ট্রাল কন্ট্রোল মনিটরিং সিস্টেম) সফ্টওয়্যার-এর মাধ্যমে অন/অফ করা হয়। এতে পূর্বের তুলনায় বিদ্যুৎ খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে। পাশাপাশি ০৫ বৎসর ওয়ারেন্টিযুক্ত LED বাতির কারণে বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই বললেই চলে। নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের

প্রতি ওয়ার্ডে কম-বেশি ১০ কি.মি. করে ৪৬৬ কি.মি. সড়কে LED বাতি স্থাপনের জন্য ভারতীয় ঋণ সহায়তায় ২৬০.৮৯৮৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০,৬০০টি LED বাতি স্থাপিত হবে। বৈদেশিক অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের কাজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আগামী অর্থ বছরে (২০২২-২৩) উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রতি ওয়ার্ডে আনুমানিক ০৩ কি.মি. করে ১২০ কি. মি. সড়কে আলোকায়নের কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হলে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ড এলাকা শত ভাগ LED বাতির আওতায় চলে আসবে। চট্টগ্রাম নগরীর ট্র্যাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পরামর্শক্রমে আধুনিক সিগন্যাল সিস্টেম স্থাপনের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নগরীর কাজীর দেউড়ি ও নিউ মার্কেট মোড়ে আধুনিক ট্র্যাফিক সিগন্যাল বাতির আধুনিকায়ন-কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত কাজ সম্পন্ন হলে অন্যান্য মোড়েও একইভাবে আধুনিকায়ন-কাজ করতে প্রয়োজনীয় প্রকল্পগ্রহণ করা হবে। চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের স্বার্থে গণপরিবহণের বিকল্প হিসেবে চলমান সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি মেট্রো রেল/ মনো রেল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার সমীক্ষা বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও শহরে উৎপাদিত বর্জ্য সেনিটারি পদ্ধতিতে পুড়িয়ে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের মতামত নিয়ে খুব শীঘ্রই কোনো একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে।

চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীর প্রধান ৩৬টি খালে ৫ হাজার ৬ শত ১৬ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প সিডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে যার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সরকারের প্রকল্প সহায়তায় জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করছে। আশা করা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসবে। এ ছাড়া নগরীর অবশিষ্ট ২১টি খালের উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির জন্য কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তা ছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসন, সবুজায়ন, পর্যটন সুবিধাসৃষ্টিসহ চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক কীর্তি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ হাতে নিয়েছে যার ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং কিছু পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

১) পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রথম বারের মতো চট্টগ্রামে ওশান অ্যামিউজমেন্ট পার্ক নির্মাণ যা পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন হবে। এ-লক্ষ্যে আউটার রিং রোডসংলগ্ন ৩৬.৫৫ একর খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে লিজ নেয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন ঠাঁডাছড়িতে পিপিপি পদ্ধতিতে নগরবাসীর বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক পর্যটন সুবিধা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩) যানজট নিরসন ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৭টি সড়ক খাজা রোড, কে. বি. আমান আলী রোড, ওমর আলী মাতব্বর রোড, পলিটেকনিক রোড, ঈশান মহাজন রোড, ফইল্যাতলী বাজার হতে

ভেড়ি বাঁধ পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়ক ও ইপিজেড হতে মুনির নগর হয়ে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম পর্যন্ত সড়ক পথের সম্প্রসারণ প্রকল্পের ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৪) নগরীর সবুজ মাঠ পুনরুদ্ধারে ও জলাশয় সংস্কারসহ নগরবাসীর বিনোদন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পগ্রহণ করা হচ্ছে যার ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৫) চসিকের বিভিন্ন ওয়ার্ড কার্যালয় ভবন নির্মাণ ও বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগ্রহণ।

৬) স্বাধীনতার ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষার্থে স্মৃতিসৌধ নির্মাণসহ বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প।

৭) নগরীর অবশিষ্ট ২১টি প্রধান খালের পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন প্রকল্প। এ ছাড়া নগরীর ফুটপাথ ও বিভিন্ন পকেট ল্যান্ডগুলোকে নান্দনিক করার লক্ষ্যে আমি প্রকৌশল বিভাগকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছি। এর মধ্যে ৩টি ছোটো পকেট ল্যান্ডকে পার্কে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে।

৮) বাকলিয়া এলাকায় জলাধার নির্মাণসহ আবাসন সুবিধা সৃষ্টির প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

৯) কর্ণফুলী নদীতে চরবাকলিয়া এলাকায় জেগে ওঠা বিশাল এলাকায় আধুনিক মানের পর্যটন পার্ক সৃষ্টির প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

১০) মদুনাঘাট হতে কালুরঘাট ও শাহ আমানত ব্রিজ হয়ে বারিক বিল্ডিং পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেঁষে নতুন সার্কুলার সড়ক তৈরি প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে যা চট্টগ্রামকে পর্যটন নগরীর আধুনিক ছোঁয়াসহ জনগণের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দৃষ্টিনন্দন হবে আমাদের প্রিয় বাণিজ্যিক রাজধানী।

১১) চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক বিভাজকসমূহে চারাগাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রধান সড়কসমূহের মিড আইল্যান্ড ফুটপাথ ও ফুটপাথের বাইরে ফাঁকা জায়গায় চারগাছ লাগানো পরিচর্যার কাজ চলমান আছে।

বৃক্ষরাজি ও সবুজ অরণ্য প্রাণিজগৎকে বেঁচে থাকার অক্সিজেন জোগায় এবং নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইড চুষে নিয়ে প্রকৃতিতে ভারসাম্য আনে। যাঁরা নগরীতে বসবাস করেন তাঁদের এই বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। তাই গৃহবাসী নাগরিকদের তাঁদের আঙিনায় বা ছাদে ফুল-ফলের বাগান সাজাতে হবে। তাতে জীবন-প্রাণি-প্রকৃতি শোভিত ও বিকশিত হবে। যাঁরা নিজের আঙিনাকে সবুজায়ন ও ছাদে বাগান করবেন সিটি কর্পোরেশন তাঁদের সহায়তা করবে এবং গৃহকর আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিবে। 'তিলোত্তমা চট্টগ্রাম' নামীয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় নগরবাসীকে বৃক্ষরোপণ ও ছাদবাগান কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য 'নান্দনিক চট্টগ্রাম মেয়র অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি। নগরীতে বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সম্মুখভাগে সৌন্দর্যবর্ধন ও সবুজায়নের উদ্যোগ নিলে নগরীর বাহ্যিক রূপে ভাল একটা পরিবর্তন আসবে।

জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম সমস্যা। নগরীর প্রকৃতি বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হলো অবৈধভাবে পাহাড় কাটা এবং খাল, নালা-নর্দমায় বর্জ্য ফেলা। লক্ষ করা যাচ্ছে কর্ণফুলী নদী যেভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। কর্ণফুলী বাঁচলেই চট্টগ্রাম বাঁচবে, চট্টগ্রাম বাঁচলেই দেশ বাঁচবে। চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে দেশের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। কর্ণফুলীকে বাঁচাতে হলে নগরীকে পলিথিনমুক্ত রাখাসহ সকল আবর্জনা পরিষ্কারে নগরবাসীকে নাগরিক দায়িত্বপালনে ব্রত নিতে হবে। তাই, আমি প্রিয়

নগরবাসীকে অনুরোধ করব– আপনারা যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না। পরিবেশের শত্রু পলিথিন ব্যবহারে বিরত থাকুন। নাগরিকদের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা না আসলে এ-নগরীকে শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে কখনো জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে মুক্ত করা যাবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক সমস্যার মাঝে নানাবিধ প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে যদি ১২ বছরে বাংলাদেশকে বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করতে পারেন, বাংলাদেশকে ১০টি উদীয়মান অর্থনীতির ১টিতে রূপান্তর করতে পারেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের মেয়াদকালীন চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত আধুনিক নগরীতে পরিণত করতে পারবো না? প্রতিটি ওয়ার্ডে দু-দিন পর পর মশকনিধনে বিশেষ অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন খাল-নালা থেকে ম্যানুয়ালি ও স্কেভেটর-এর সহায়তায় কাদামাটি ও বর্জ্য উত্তোলন করা হচ্ছে বর্ষা কালে জলাবদ্ধতা সমস্যাকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য। সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জলাবদ্ধতা প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে খালের মধ্যে দেওয়া বাঁধসমূহ অপসারণ করা হয়েছে এবং স্থাপিত স্লুইস গেটসমূহের কার্যক্রম যথাযথ পরিকল্পনায় পরিচালনা করা সম্ভব হলে জলাবদ্ধতার প্রকোপ অনেকাংশেই কমবে মর্মে ধারণা করা যায়।

- পয়ঃ পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এনজিও সংস্থা ডি.এস.কে.-র সহায়তায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ৭টি আধুনিক গণশৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার মতো একটি মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

- আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ইনোভেটিভ উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ দিয়ে আসছি। ই-রেভিনিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটিকে ব্যাপকভাবে চালু করা গেলে রাজস্ব আদায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভাগীয় ইনোভেশন শো-কোসিং অনুষ্ঠানে চসিক প্রথম স্থান অর্জন করে।
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ আমার নির্বাচনী ইস্তাহার-এর অন্যতম অংশ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে চলা ইউরোপিয়ান ক্লাবকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতিগাথা জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত জালালাবাদ পাহাড়ের ইতিহাস নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য পাহাড়টি সংরক্ষণ ও সেখানে ইতিহাস সংবলিত মুর‌্যাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সলিমপুরে অবস্থিত ওয়্যারলেস টাওয়ারটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাক্ষী হয়ে আছে। এটির সংরক্ষণপূর্বক জাদুঘরে পরিণত করার একটি প্রস্তাবও ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী এম. এ. হান্নান-এর কবরে তাঁর কীর্তিগাথা সংবলিত নামফলক স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রাখা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

- দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অফিস শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে মার্কেট উপ-আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সৌন্দর্যবর্ধন নীতিমালা

তৈরি করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ নিরসনার্থে অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থায়ীকরণসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি।

- অতীতে অবৈধ ও নিয়মবর্হির্ভূতভাবে ইজারাকৃত অনেক ভূমি ও স্থাপনার নবায়ন বাতিল করা হয়েছে। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা বিভিন্নভাবে দুর্নীতি করে দোষী প্রমাণিত হয়েছে তাদের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। শূন্যপদসমূহে নিয়োগ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

- যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা Bloomberg Philanthropies Initiative (ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিস ইনশিয়েটিভ) এর সাথে MoU করা হয়েছে। বর্ণিত সংস্থা রোড ডিজাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, পুলিশ, বিআরটিএ’র কর্মকর্তা ও অন্যান্য অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং বিভিন্ন সড়কের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও ইন্টারসেকশন ডিজাইন, সিগনালিং ম্যানেজমেন্ট ও ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট ও ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করবে।
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪১টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে দুর্যোগকালীন ভলান্টিয়ারি সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৪০ জন হিসেবে প্রায় ১৭০০ জন এর আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টীম গঠন করেছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। কোভিড টিকা প্রদান, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করা হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং বাজেট প্রণয়নের সাথে জড়িত স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান– সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবকে অনুরোধ করছি।

তারিখ :
১২ই আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
২৬ শে জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

(মো. রেজাউল করিম চৌধুরী)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২ অর্থ বছর
এবং বাজেট ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি :			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	২১৫,৯১,০০,০০০.০০	৫৫,১৬,০০,০০০.০০	২১৮,১৫,০০,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	২১১,৭৯,০০,০০০.০০	১৩৮,২৫,০০,০০০.০০	১৮৩,৭৬,০০,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	১৫৭,০৫,০০,০০০.০০	১১৭,৭৫,০০,০০০.০০	১৩২,০২,৫০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	১২৫,৮৫,৫০,০০০.০০	৬৭,০৭,০০,০০০.০০	১২৪,১৫,৫০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৬০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	১১১,৮০,০০,০০০.০০	৪৩,২৯,০০,০০০.০০	১১৩,৯০,০০,০০০.০০
৭।	ব্যাঙ্ক স্থিতি থেকে আয়-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,৭৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	৪৭,০৭,০০,০০০.০০	২৯,২৮,০০,০০০.০০	৪৫,০২,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৯,৫০,০০,০০০.০০	২৩,৯৫,০০,০০০.০০	২৯,৫০,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি=	৯০৪,৫৭,৫০,০০০.০০	৪৭৭,৯০,০০,০০০.০০	৮৫২,০১,০০,০০০.০০
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	১২১২,০০,০০,০০০.০০	৬৮৯,০০,০০,০০০.০০	১৫৭০,০০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৩৯,৭০,০০,০০০.০০	৩৩,৬৭,০০,০০০.০০	৩৭,৯৫,০০,০০০.০০
	মোট=	১২৫৬,৭০,০০,০০০.০০	৭২৪,৬৭,০০,০০০.০০	১৬১১,৯৫,০০,০০০.০০
	সর্বমোট প্রাপ্তি=	২১৬১,২৭,৫০,০০০.০০	১২০২,৫৭,০০,০০০.০০	২৪৬৩,৯৬,০০,০০০.০০

(মো. রেজাউল করিম চৌধুরী)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
এবং বাজেট ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ :			
১।	বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক- (নগদান নোট-১০)	২৯০,১০,০০,০০০.০০	২৪৬,৮৬,৯০,০০০.০০	২৯৩,৭৫,০০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৪৬,৮০,০০,০০০.০০	২৩,৪৭,০০,০০০.০০	৫৯,১৫,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়াকর ও অভিকর- (নগদান নোট-১২)	৭,৩৫,০০,০০০.০০	৩,২৫,৫০,০০০.০০	৯,৯৫,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি- (নগদান নোট-১৩)	৫০,৫০,০০,০০০.০০	৩৮,৭০,০০,০০০.০০	৫২,৫০,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়- (নগদান নোট-১৪)	৪২,৭০,০০,০০০.০০	১১,১৮,০০,০০০.০০	৩৯,৭৫,০০,০০০.০০
৬।	ডাক, তার ও দূরালাপনী- (নগদান নোট-১৫)	১,২০,০০,০০০.০০	৫১,২৫,০০০.০০	১,৬৬,৫০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব- (নগদান নোট-১৬)	৬,০৫,০০,০০০.০০	৩,৩১,২৫,০০০.০০	৬,০৫,০০,০০০.০০
৮।	বিমা- (নগদান নোট-১৭)	৬৫,০০,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,৩০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০	১,৫৫,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৬,০০,০০,০০০.০০	২,২৭,০০,০০০.০০	৫,৭৫,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৬,৮১,০০,০০০.০০	২,৭১,০০,০০০.০০	৫,৯৫,০০,০০০.০০
১২।	ফিস বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,২৩,০০,০০০.০০	৫২,০০,০০০.০০	১,০৩,০০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	১,০০,০০,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০	১,১৫,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	৩৬,০০,০০,০০০.০০	১৬,৩৬,৭০,০০০.০০	৩৮,৫৯,০০,০০০.০০
১৫।	ভাণ্ডার-(নগদান নোট-২৪)	৬৭,৫০,০০,০০০.০০	২২,১৫,৫০,০০০.০০	৮৪,২৫,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	৫৬৫,১৯,০০,০০০.০০	৩৭২,০৬,১০,০০০.০০	৬০১,৫৮,৫০,০০০.০০
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	১৭৬,৩০,০০,০০০.০০	৮৩,৫২,০০,০০০.০০	৮৩৪,৩০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	১১৯,৬৫,০০,০০০.০০	২৭,৫৭,০০,০০০.০০	১০৬,৪০,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন (ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য (নগদান নোট-২৭(ক)	১৪৭,৫০,০০,০০০.০০	৩৩,৬৫,০০,০০০.০০	১৪২,০০,০০,০০০.০০
২০।	উন্নয়ন (খ) এডিপি/অন্যান্য (নগদান নোট-২৭ (খ))	১১১২,০০,০০,০০০.০০	৬৫৪,০০,০০,০০০.০০	৭৪০,০০,০০,০০০.০০
২১।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩২,৯৫,০০,০০০.০০	২৬,৩৭,০০,০০০.০০	৩২,৭০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৫৯৩,৪০,০০,০০০.০০	৮২৭,১১,০০,০০০.০০	১৮৫৯,৪০,০০,০০০.০০
	মোট=	২১৫৮,৫৯,০০,০০০.০০	১১৯৯,১৭,১০,০০০.০০	২৪৬০,৯৮,৫০,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত=	২,৬৮,৫০,০০০.০০	৩,৩৯,৯০,০০০.০০	২,৯৭,৫০,০০০.০০
	সর্বমোট=	২১৬১,২৭,৫০,০০০.০০	১২০২,৫৭,০০,০০০.০০	২৪৬৩,৯৬,০০,০০০.০০

(মো. রেজাউল করিম চৌধুরী)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

আয় খাত

নগদান নোট-১

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	বকেয়া কর ও অভিকর :		
১।	গৃহকর-	৭৭,৩১,০০,০০০.০০	২১,৪১,০০,০০০.০০
২।	আলো-	৩৩,১৩,০০,০০০.০০	১১,৭৫,০০,০০০.০০

৩।	পরিচ্ছন্ন-	৭৭,৩১,০০,০০০.০০	১৯,৫০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৮৭,৭৫,০০,০০০.০০	৫২,৬৬,০০,০০০.০০
৪।	সার চার্জ	২৮,১৬,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০
	মোট=	২১৫,৯১,০০,০০০.০০	৫৫,১৬,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২

	হাল কর ও অভিকর :		
১।	গৃহকর-	৯৪,২৮,০০,০০০.০০	৫৭,২৫,০০,০০০.০০
২।	আলো-	৪০,৪০,০০,০০০.০০	২৮,৭৫,০০,০০০.০০
৩।	পরিচ্ছন্ন-	৯৪,২৮,০০,০০০.০০	৫৫,২৫,০০,০০০.০০
	মোট=	২২৮,৯৬,০০,০০০.০০	১৪১,২৫,০০,০০০.০০
৪।	রেয়াত (-)	১৭,১৭,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
	মোট=	২১১,৭৯,০০,০০০.০০	১৩৮,২৫,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৩

	অন্যান্য করাদি :		
১।	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর	৯০,০০,০০,০০০.০০	৮৩,৫০,০০,০০০.০০
২।	স্বাস্থ্য রেজিস্ট্রেশন ও জন্ম-মৃত্যু	৫,০০,০০,০০০.০০	২,৮০,০০,০০০.০০
৩।	পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য	৪৫,০০,০০,০০০.০০	২৫,৫০,০০,০০০.০০
৪।	বিজ্ঞাপন /সাইনবোর্ড কর	৮,৫০,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০,০০০.০০
৫।	যানবাহন কর (যান্ত্রিক)	৩,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৬।	সিনেমা ও প্রমোদকর	৫,০০,০০০.০০	-
৭।	যানবাহন কর অযান্ত্রিক	৫,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৮।	অন্যান্য	৫০,০০,০০০.০০	২৮,০০,০০০.০০
	মোট=	১৫৭,০৫,০০,০০০.০০	১১৭,৭৫,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৪

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	ফিস :		
১।	রাস্তা খনন ফি-	৫০,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০,০০০.০০
২।	পরোয়ানা ফি-	৫০,০০০.০০	-
৩।	ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনাদি-	৬০,০০,০০,০০০.০০	৪৬,০০,০০,০০০.০০
৪।	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি	২,০০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
৫।	মাতৃসদন ও দাতব্য চিকিৎসালয়	১০,০০,০০,০০০.০০	৩,৫০,০০,০০০.০০
৬।	চসিক জেনারেল হাসপাতাল	১,০০,০০,০০০.০০	৭৫,০০,০০০.০০
৭।	সম্পত্তি হস্তান্তর ফি-	১,৫০,০০,০০০.০০	৮০,০০,০০০.০০
৮।	আবেদন ফি-	৭৫,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৯।	মামলা ফি-	৫,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
১০।	নকল ফি-	৫,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
১১।	অন্যান্য-	৫০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
	মোট=	১২৫,৮৫,৫০,০০০.০০	৬৭,০৭,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৫

	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয় :		
১।	ভাড়া-	১৫,০০,০০,০০০.০০	৭,০০,০০,০০০.০০
২।	হাট-বাজার/খেয়াঘাট ইজারা-	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৮,০০,০০,০০০.০০
৩।	নার্সারি ইজারা ও ফুল বিক্রি-	১০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০
৪।	পার্ক-	৮০,০০,০০০.০০	৭০,০০,০০০.০০
৫।	যন্ত্রপাতি ভাড়া-	২,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৬।	যানবাহন ভাড়া-	৪০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৭।	গণ-শৌচাগার-	১,৫০,০০,০০০.০০	৭৫,০০,০০০.০০
৮।	যাত্রী ছাউনি/কাউন্টার/কসাইখানা/গাড়ি পার্কিং ও অন্যান্য -	১০,০০,০০,০০০.০০	৮,৬৫,০০,০০০.০০
৯।	**উন্নয়ন চার্জ :**		
	ক) মার্কেট	৩৫,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
	খ) ফ্ল্যাট-	৭,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
	গ) প্লট-	৫,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১০।	স্ল্যাব স্থাপন-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
১১।	অন্যান্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
	মোট=	১১১,৮০,০০,০০০.০০	৪৩,২৯,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৬

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	বিবিধ আয় :		
১।	সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার/ডাম্পিং	৫০,০০,০০০.০০	২৮,০০,০০০.০০
২।	মালামাল ও গাড়ি নিলাম-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
৩।	সি.এন.জি. হতে আয়-	৬,০০,০০,০০০.০০	৪,৫০,০০,০০০.০০
৪।	আরবান হেলথ কেয়ার প্রোগ্রাম	৭৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৫।	টেন্ডার ও বিবিধ ফরম-	৩০,০০,০০০.০০	১৮,০০,০০০.০০
৬।	মা ও শিশু স্ট্যাম্প-	৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৭।	ই.পি.আই. কর্মসূচী -	১৫,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৮।	কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক	১৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৯।	প্রিমিসেস লাইসেন্স ফি	২০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
১০।	এল.আই.ইউ.পি.সি.-	১৫,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০,০০০.০০
১১।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের	১,৫০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
১২।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘরভাড়া -	২,৫০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
১৩।	যানবাহন বাবদ -	২,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
১৪।	অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট হতে আয় -	১০,০০,০০,০০০.০০	৭,৬০,০০,০০০.০০
১৫।	ইন্সিনারেটর থেকে প্রাপ্ত আয়-	৫০,০০,০০০.০০	১১,০০,০০০.০০
১৬।	পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন-	১,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
১৭।	অন্যান্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০

	মোট=	৪৭,০৭,০০,০০০.০০	২৯,২৮,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৭

১।	**ভর্তুকি :** নগর শুল্কের পরিবর্তে সরকারি	২,০০,০০,০০০.০০	১,৭৫,০০,০০০.০০
২।	সরকার হতে প্রাপ্ত শিক্ষক বেনি	২৭,০০,০০,০০০.০০	২২,০০,০০,০০০.০০
৩।	অন্যান্য-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	মোট=	২৯,৫০,০০,০০০.০০	২৩,৯৫,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৮

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**উন্নয়ন অনুদান ও অন্যান্য :** থোক বরাদ্দ-	১০০,০০,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০,০০০.০০
২।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন-	৪০০,০০,০০,০০০.০০	-
৩।	বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-	২৫০,০০,০০,০০০.০০	-
৪।	আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ–	৩০,০০,০০,০০০.০০	-
৫।	বি.এম.ডি.এফ.-এর অর্থায়নে ফইল্যাতলী, ফিরিঙ্গি বাজার ও বক্সিরহাট কাঁচা বাজার-এ এবং দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ড অফিসের খালি জায়গায় বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ –	২,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০,০০০.০০
৬।	জাইকা প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ (আর.পি.এ.)-	-	২৫০,০০,০০,০০০.০০
৭।	সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (জিওবি) -	-	৪৫,০০,০০,০০০.০০
৮।	Modernization of city street light system at different area under Chittagong City Corporation-	১০০,০০,০০,০০০.০০	-

৯।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প-	২০০,০০,০০,০০০.০০	৩৩৪,০০,০০,০০০.০০
১০।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প-	৭০,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০,০০০.০০
১১।	চসিক আওতাধীন বিবির হাটস্থ কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে কিচেন মার্কেট কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ-	২০,০০,০০,০০০.০০	-
১২।	অন্যান্য প্রকল্প-	৪০,০০,০০,০০০.০০	-
	মোট=	১২১২,০০,০০,০০০.০০	৬৮৯,০০,০০,০০০.০০

নগদান নোট-৯

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**অন্যান্য উৎস :** অগ্রিম- (সমন্বয়/নগদ ফেরত)	৩৭,০০,০০,০০০.০০	৩২,০০,০০,০০০.০০
২।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঋণের সম	২৫,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৩।	জাকির হোসেন হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়-	৯০,০০,০০০.০০	৭৮,০০,০০০.০০
৪।	থিয়েটার ইনস্টিটিউট-	২৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৫।	কম্পিউটার ইনস্টিটিউট ও কলেজসমূহ-	৪০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
৬।	ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাট্‌স	৬৫,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৭।	মিড্‌ওয়াইফারি ইনস্টিটিউট-	১৫,০০,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০
৮।	অন্যান্য-	১০,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
	মোট=	৩৯,৭০,০০,০০০.০০	৩৩,৬৭,০০,০০০.০০

ব্যয় খাত

নগদান নোট-১০

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**বেতনভাতা ও পারিশ্রমিক :** বেতন-	৮৭,৫০,০০,০০০.০০	৭৭,৯০,০০,০০০.০০
২।	পারিশ্রমিক-	৮২,৫০,০০,০০০.০০	৭৪,৫০,০০,০০০.০০
৩।	বাড়িভাড়া-	৪০,০০,০০,০০০.০০	৩৫,৫০,০০,০০০.০০

৪।	ভবিষ্য তহবিল-	১৮,৫০,০০,০০০.০০	১০,৫০,০০,০০০.০০
৫।	উৎসব বোনাস-	১৫,৫০,০০,০০০.০০	১৩,২৫,০০,০০০.০০
৬।	ছুটির বেতন-	৩,০০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০
৭।	আনুতোষিক-	১৫,০০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০
৮।	সম্মানী-	৩,৫০,০০,০০০.০০	২,৭৫,০০,০০০.০০
৯।	যাতায়াতভাতা-	১,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১০।	চিকিৎসাভাতা-	৬,৫০,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০,০০০.০০
১১।	ধোলাইভাতা	৪০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
১২।	কার্যভারভাতা	৫,০০,০০০.০০	২০,০০০.০০
১৩।	শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা-	২,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
১৪।	ওভারটাইমভাতা-	৫০,০০,০০০.০০	২৫,৫০,০০০.০০
১৫।	টিফিনভাতা-	৬০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
১৬।	খোরপোশভাতা-	৩,০০,০০০.০০	-
১৭।	শিক্ষাভাতা	৩,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
১৮।	মোবাইলভাতা-	২,০০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০
১৯।	উৎসাহভাতা-	৪,৫০,০০,০০০.০০	২,২৫,০০,০০০.০০
২০।	বৈশাখীভাতা-	৩,৫০,০০,০০০.০০	২,৭৫,০০,০০০.০০
২১।	কার লোনভাতা/রক্ষণাবেক্ষণ-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
২২।	অন্যান্য-	২,০০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০
	মোট=	২৯০,১০,০০,০০০.০০	২৪৬,৮৬,৯০,০০০.০০

নগদান নোট-১১

১।	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ :** ভূমি/সড়ক/নর্দমা/কাটা রাস্তা-	১৪,০০,০০,০০০.০০	৪,৫০,০০,০০০.০০
২।	খাল/ছড়া/নর্দমা/জলাবদ্ধতা দূরী	৬,০০,০০,০০০.০০	৩,৫০,০০,০০০.০০
৩।	ইমারত ও অন্যান্য ভবনাদি-	৮,০০,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০,০০০.০০
৪।	বিবিধ বৈদ্যুতিক মেরামত-	২,৫০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৫।	ওয়াকি-টকি হ্যান্ডসেট, বেইজ স্টে	২০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৬।	কলকবজা ও যন্ত্রপাতি-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,২০,০০,০০০.০০
৭।	সোডিয়াম বাতি/এল.ই.ডি. বাতি	১,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৮।	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি-	৮,০০,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০,০০০.০০
৯।	স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাফিক সিগন্যাল-	১০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
১০।	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম-	৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১১।	কবরস্থান ও শ্মশান-	৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১২।	উদ্যান-	৫০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
১৩।	অন্যান্য-	৫০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
	মোট=	৪৬,৮০,০০,০০০.০০	২৩,৪৭,০০,০০০.০০

নগদান নোট-১২

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	ভাড়াকর ও অভিকর :		

১।	ওয়ার্ড অফিস/স্থাপনা-ভাড়া-	৫০,০০,০০০.০০	৪০,৫০,০০০.০০
২।	জমির খাজনা-	৩০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৩।	ট্রাক ভাড়া/ক্রেন/ব্রেকডাউন ভাড়	৩,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৪।	খাল খনন কাজে অ্যাক্সাভেটর, ট্রাক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ভাড়া-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
৫।	নিলামের ওপর সরকারি কর-	৩০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৬।	অন্যান্য-	২৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৭,৩৫,০০,০০০.০০	৩,২৫,৫০,০০০.০০

নগদান নোট-১৩

১।	**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি :** বিদ্যুৎ-	১২,০০,০০,০০০.০০	৮,৫০,০০,০০০.০০
২।	পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি-	৩২,০০,০০,০০০.০০	২৬,৫০,০০,০০০.০০
৩।	গ্যাস-	২,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৪।	পানি-	৪,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
৫।	অন্যান্য-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	মোট=	৫০,৫০,০০,০০০.০০	৩৮,৭০,০০,০০০.০০

নগদান নোট-১৪

১।	**কল্যাণমূলক ব্যয় :** ক্রীড়া ও কৃষ্টি-	২,০০,০০,০০০.০০	১,২০,০০,০০০.০০
২।	হাসপাতাল ও ঔষধ-	২,৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
৩।	দাফন খরচ-	১০,০০,০০০.০০	-
৪।	গণ-অনুষ্ঠান-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৫।	স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা-	১,০০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
৬।	পরিবারকল্যাণ ও টিকাদান কর্মস	৪০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৭।	সেবামূলক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত অনুদান- (সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে)	২০,০০,০০০.০০	-
৮।	শিক্ষা ও সংস্কৃতি-	৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৯।	সামাজিক নিরাপত্তা, অটিজম ও হিজরা পুনর্বাসন/ পঙ্গুত্ব-	৩,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
১০।	সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধন কর্মসূচি-	৩,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১১।	দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী প্রশিক্ষণ ও প্র	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ/ভূমিকম্প-	৪,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
১৩।	মাদক ও ধূমপান নিরুৎসাহিতক	১,৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১৪।	মুক্তিযোদ্ধা/ প্রান্তিক জনগোষ্টির	১,৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১৫।	ভাসমান লোকদের পুনর্বাসন-	১,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
১৬।	আর্থিক সাহায্য/কল্যাণ তহবিল-	১,০০,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০০.০০
১৭।	শিশুবান্ধব কার্যক্রম-	২,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
১৮।	অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য/	২,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
১৯।	অস্থায়ী কর্মচারীদের এককালীন	৩,০০,০০,০০০.০০	৫৫,০০,০০০.০০
২০।	মেয়র হেলথ কেয়ার প্রকল্প-	১,০০,০০,০০০.০০	-

২১।	কোভিড-১৯ মহামারি ও অন্যান্	৭,০০,০০,০০০.০০	৩,৯০,০০,০০০.০০
২২।	অন্যান্য-	২,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
	মোট=	৪২,৭০,০০,০০০.০০	১১,১৮,০০,০০০.০০

নগদান নোট-১৫

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	ডাক, তার ও দূরালাপনী :		
১।	ডাক ও তার-	৫,০০,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০
২।	দূরালাপনী-	২০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৩।	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট, ই-মেইল/ওয়ে	৩৫,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
৪।	ওয়াকি-টকি-	২০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৫।	কল সেন্টার-সেবা –	১০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
৬।	খুদে বার্তা (SMS)-	২০,০০,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০
৭।	অন্যান্য-	১০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
	মোট=	১,২০,০০,০০০.০০	৫১,২৫,০০০.০০

নগদান নোট-১৬

	আতিথেয়তা ও উৎসব : **আপ্যায়ন :**		
১।	মেয়র দপ্তর-	৩০,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০০.০০
২।	উচ্ছেদ অভিযান-	১,৫০,০০,০০০.০০	৩৫,৭৫,০০০.০০
৩।	বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠান-	২,৫০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৪।	উৎসব (ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি)-	১,৫০,০০,০০০.০০	১,১০,০০,০০০.০০
৫।	অন্যান্য	২৫,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
	মোট=	৬,০৫,০০,০০০.০০	৩,৩১,২৫,০০০.০০

নগদান নোট-১৭

	বিমা :		
১।	যানবাহন বিমা-	৫০,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
২।	স্থায়ী সম্পদ বিমা-	১৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৬৫,০০,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০

নগদান নোট-১৮

	ভ্রমণ ও যাতায়াত :		
১।	ভ্রমণভাতা-	৬০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
২।	যাতায়াতভাতা-	৪০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৩।	বিদেশভ্রমণ-	৩০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
	মোট=	১,৩০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০

নগদান নোট-১৯

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা :** বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,৭৫,০০,০০০.০০
২।	প্রচারণা/জনসচেতনতা	২,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
৩।	প্রদর্শনী ও মেলা-	৫০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৪।	প্রকাশনী-	২৫,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৫।	অন্যান্য-	২৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৬,০০,০০,০০০.০০	২,২৭,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২০

১।	**মুদ্রণ ও মনিহারি :** সরবরাহ ও মালামাল-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,১০,০০,০০০.০০
২।	মুদ্রণ -	৩,০০,০০,০০০.০০	১,২০,০০,০০০.০০
৩।	সংবাদপত্র ও সাময়িকী-	২৫,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০০.০০
৪।	ছবি তোলা-	৫,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৫।	ফটোস্ট্যাট-	১,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
৬।	ভিডিও রেকর্ডিং/ সীল ক্রেস্ট -	১০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
৭।	কন্টিজেন্সি -	৩০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
৮।	অন্যান্য-	১০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৬,৮১,০০,০০০.০০	২,৭১,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২১

১।	**ফিস, বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয় :** লিগ্যাল ফি/মামলা ফি–	৪৫,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
২।	নবায়ন/রেজিস্ট্রেশন ফি-	৩০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৩।	সদস্য ফি-	৩,০০,০০০.০০	-
৪।	বৃত্তি/ কনসালট্যান্ট ফি-	৩০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৫।	অডিট ফি	১০,০০,০০০.০০	-
৬।	অন্যান্য-	৫,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
	মোট=	১,২৩,০০,০০০.০০	৫২,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২২

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪

১।	**প্রশিক্ষণ ব্যয় :** সম্মানী-	২০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
২।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-	২৫,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ)	২০,০০,০০০.০০	-
৪।	বিদেশে প্রশিক্ষণ-	২৫,০০,০০০.০০	-
৫।	অন্যান্য-	১০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	১,০০,০০,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২৩

১।	**বিবিধ ব্যয় :** বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ-	৩০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
২।	সি.এন.জি. প্ল্যান্ট -	৬,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
৩।	ডি.পি.পি. তৈরিকরণ খরচ-	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৪।	কাপড় ধোলাই-	৫,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
৫।	জরিপ/সার্ভে/কনসালট্যান্সি ফি-	৪,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৬।	গভর্নেন্স কার্যক্রম-	৫০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৭।	নকশা প্রস্তুত-	১৫,০০,০০০.০০	-
৮।	সিভিল ডিফেন্স/অগ্নি নির্বাপণ	৩০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৯।	শুমারি/ইনভেন্টরি/ডাটা এন্ট্রি হা	৫০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
১০।	এল.আই.ইউ.পি.সি.-	১২,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০,০০০.০০
১১।	কর্মচারীদের পোশাক-	২,০০,০০,০০০.০০	১৫,৫০,০০০.০০
১২।	হোল্ডিং নাম্বারিং-	৫,০০,০০০.০০	-
১৩।	বাজেট প্রস্তুতির পারিতোষিক-	৫,০০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০
১৪।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের	১,৫০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
১৫।	কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক -	৩০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১৬।	ফেরিঘাট ইজারা বাবদ পরিশোধ	১,৫০,০০,০০০.০০	-
১৭।	ছাদবাগান কর্মসূচি-	২০,০০,০০০.০০	-
১৮।	মুজিববর্ষ/সুবর্ণজয়ন্তী-	৪০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
১৯।	মাস্ক/হ্যান্ড সেনিটাইজার/অন্যান	২০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
২০।	অন্যান্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
	মোট=	৩৬,০০,০০,০০০.০০	১৬,৩৬,৭০,০০০.০০

নগদান নোট-২৪

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**ভাণ্ডার :** কনজার্ভেন্সি মালামাল		
	ক) ঝাড়ুর শলা/কোদাল/কাঁটা/টু	২,০০,০০,০০০.০০	২০,৫০,০০০.০০
	খ) ব্লিচিং পাউডার-	১,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
	গ) কনজার্ভেন্সি মালামাল (বিন)	২,০০,০০,০০০.০০	৭৫,০০,০০০.০০
	ঘ) অন্যান্য-	১,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
২।	মশকনিধন ঔষধ ও মালামাল-		

	ক) অ্যাডালটিসাইড/লার্ভিসাইড/	৩,০০,০০,০০০.০০	৭৫,০০,০০০.০০
	খ) ফগার/পাওয়ার/স্প্রে/হ্যান্ড	২,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
	ঙ) অন্যান্য-	১,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৩।	বৈদ্যুতিক মালামাল-		
	ক) টিউব-লাইট/এল.ই.ডি. লাই	৪,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
	খ) তার-	১,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
	গ) চক/স্ট্যার্টার অন্যান্য সরঞ্জাম	১,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	ঘ) অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল-	২,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
৪।	যান্ত্রিক মালামাল-		
	ক) ব্যাটারি-	২,০০,০০,০০০.০০	৮০,০০,০০০.০০
	খ) টায়ার/টিউব/অন্যান্য	২,৫০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
	গ) খুচরা যন্ত্রাংশ-	৩,০০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০
	ঘ) অন্যান্য যান্ত্রিক মালামাল-	২,০০,০০,০০০.০০	৭৫,০০,০০০.০০
৫।	চিকিৎসা মালামাল-	৩,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
	ক) অন্যান্য	১,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৬।	সাধারণ মালামাল-		
	ক) বিটুমিন-	১১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
	খ) পাথর-	১০,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
	গ) ইট, বালি ও খোয়া-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
	ঘ) রড ও সিমেন্ট-	১,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
	ঙ) সেনিটারি মালামাল-	১,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	চ) অন্যান্য মালামাল-	৩,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৭।	অন্যান্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৬৭,৫০,০০,০০০.০০	২২,১৫,৫০,০০০.০০

নগদান নোট-২৫

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	বকেয়া দেনা :		
১।	থোক বরাদ্দ-	৪০,০০,০০,০০০.০০	২৭,৫০,০০,০০০.০০
২।	সাধারণ তহবিল-	৪০,০০,০০,০০০.০০	২৩,০০,০০,০০০.০০
৩।	প্রকল্প	৪৫,০০,০০,০০০.০০	৮,০০,০০,০০০.০০
৪।	বি.এম.ডি.এফ.	৩,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
৫।	ভবিষ্য তহবিল-	১০,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০,০০০.০০
৬।	বিদ্যুৎ বিল-	১৫,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
৭।	ঠিকাদারের স্থায়ী জামানত-	১০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
৮।	আনুতোষিক (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	১৫,০০,০০,০০০.০০	১১,০০,০০,০০০.০০
৯।	ডি.এস.এল-	২০,০০,০০০.০০	-
১০।	বিবিধ-	৮,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৭৬,৩০,০০,০০০.০০	৮৩,৫২,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২৬

	স্থায়ী সম্পদ :		
১।	ভূমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়ন-	৩০,০০,০০,০০০.০০	১৬,০০,০০,০০০.০০
২।	বাজার নির্মাণ-	৮,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৩।	হাসপাতাল/দাতব্য চিকিৎসালয়	৬,০০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
৪।	স্কুল, কলেজ ও পাঠাগার নির্মাণ	৬,৫০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০
৫।	বাসগৃহ/স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ-	৬,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৬।	কমিউনিটি সেন্টার/ওয়ার্ড অফিস	৪,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৭।	বাণিজ্যিক ভবন/ফ্ল্যাট নির্মাণ-	১০,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
৮।	আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ-	২,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৯।	রেস্ট হাউস নির্মাণ ও মেরামত-	৩,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
১০।	মেয়র বাসভবন নির্মাণ-	১,০০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
১১।	ওয়াকি-টকি হ্যান্ডসেট ক্রয় এবং	২,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
১২।	সিসি ক্যামেরা স্থাপন-	২,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
১৩।	কলকবজা ও যন্ত্রপাতি এবং লিফ	৬,০০,০০,০০০.০০	১,২৫,০০,০০০.০০
১৪।	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি-	১০,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
১৫।	রিকশা ভ্যান টমটম-	৭৫,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
১৬।	আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম-	৮,০০,০০,০০০.০০	৮০,০০,০০০.০০
১৭।	গভীর নলকূপ স্থাপন-	১,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
১৮।	হল নির্মাণ	২,০০,০০,০০০.০০	-
১৯।	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-	২০,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
২০।	প্রবীণ শান্তিনিবাস নির্মাণ-	২০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
২১।	আঞ্চলিক/ অফিস ভবন নির্মাণ–	৫,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
২২।	কন্টেনার (কনজার্ভেন্সি) -	৩,০০,০০,০০০.০০	১,০০,০০,০০০.০০
২৩।	অন্যান্য সম্পদ-	৩,০০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
	মোট=	১১৯,৬৫,০০,০০০.০০	২৭,৫৭,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২৭(ক)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	উন্নয়ন (ক) রাজস্ব তহবিল ও অন্যান্য :		
১।	রাস্তা ও ফুটপাথ -	৬০,০০,০০,০০০.০০	১৭,৫০,০০,০০০.০০
২।	খাল/ছড়া/নর্দমা/জলাবদ্ধতা দূরী	১৮,০০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
৩।	সেতু ও কালভার্ট/বক্স কালভার্ট	১২,০০,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০
৪।	বস্তি উন্নয়ন/আশ্রয়ণ-	১,৫০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৫।	সড়ক বাতির উন্নয়ন-	৪,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
৬।	ফুট ওভারব্রিজ-	২,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৭।	গণ-শৌচাগার-	১,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৮।	পার্ক/উদ্যান/নার্সারি (অ্যামিউজ	৫,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৯।	কবরস্থান/ শ্মশান-	৫,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
১০।	বৈদ্যুতিক সোলার প্যানেল স্থাপ	১,০০,০০,০০০.০০	-
১১।	বৈদ্যুতিক পোল ও বিবিধ উন্নয়ন	২,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
১২।	প্রাচীর দেওয়াল/প্রতিরোধ দেওয়	৫,০০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০

১৩।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য-	৫,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
১৪।	মসজিদ, মন্দির ও গির্জা-	৩,০০,০০,০০০.০০	৬৫,০০,০০০.০০
১৫।	পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন/	৩,০০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০
১৬।	স্মৃতিস্তম্ভ/ফলক/তোরণ-	২,০০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১৭।	বাস টার্মিনাল/ট্রাক টার্মিনাল -	২,০০,০০,০০০.০০	৩৫,০০,০০০.০০
১৮।	কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়	৩,০০,০০,০০০.০০	৪৫,০০,০০০.০০
১৯।	ফুটপাথ নির্মাণ/ পুনঃ নির্মাণ-	৫,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
২০।	পার্কিং/বাস-বে/যাত্রী ছাউনি -	২,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
২১।	সাগরিকা স্টোর ইয়ার্ডের আধুনিকায়ন- (বাণিজ্যিক ভবন ও স্টোর শেড নির্মাণ ইত্যাদি)	৩,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
২২।	অন্যান্য-	৩,০০,০০,০০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
	মোট=	১৪৭,৫০,০০,০০০.০০	৩৩,৬৫,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২৭(খ)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
	উন্নয়ন (খ) এ.ডি.পি./ অন্যান্য		
১।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এয়ারপোর্ট রোডসহ বিভিন্ন সড়কসমূহ উন্নয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন-	৪০০,০০,০০,০০০.০০	-
২।	বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া হতে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত খাল খনন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-	২৫০,০০,০০,০০০.০০	-
৩।	আধুনিক নগর ভবন নির্মাণ–	৩০,০০,০০,০০০.০০	-
৪।	বি.এম.ডি.এফ.-এর অর্থায়নে ফইল্যাতলী, ফিরিঙ্গি বাজার ও বক্সিরহাট কাঁচা বাজার-এ এবং দক্ষিণ আগ্রাবাদ ওয়ার্ড অফিসের খালি জায়গায় বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ –	২,০০,০০,০০০.০০	১০,০০,০০,০০০.০০
৫।	জাইকা প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ (আর.পি.এ.)-	-	২৫০,০০,০০,০০০.০০
৬।	সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (জিওবি) -	-	৪৫,০০,০০,০০০.০০
৭।	Modernization of city street light system at different area under Chittagong City Corporation-	১০০,০০,০০,০০০.০০	-

৮।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প-	২০০,০০,০০,০০০.০০	৩৩৪,০০,০০,০০০.০০
৯।	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প-	৭০,০০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০,০০০.০০
১০।	চসিক আওতাধীন বিবিরহাটস্থ কর্পোরেশনের নিজস্ব জমিতে কিচেন মার্কেট কাম বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ-	২০,০০,০০,০০০.০০	-
১১।	অন্যান্য প্রকল্প-	৪০,০০,০০,০০০.০০	-
	মোট=	১১১২,০০,০০,০০০.০০	৬৫৪,০০,০০,০০০.০০

নগদান নোট-২৮

ক্রমিক নং	খাতের নাম	বাজেট ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২
১	২	৩	৪
১।	**অন্যান্য ব্যয় :** অগ্রিম-	৩০,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০
২।	জমা-	৫০,০০,০০০.০০	-
৩।	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঋণ-	২০,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
৪।	জাকির হোসেন হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়-	৭৫,০০,০০০.০০	৫৫,০০,০০০.০০
৫।	থিয়েটার ইনস্টিটিউট-	৩০,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০
৬।	কম্পিউটার ইনস্টিটিউট ও কলেজসমূহ-	৫০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০
৭।	ইনস্টিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাটস্-	৪৫,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০
৮।	মিড্ওয়াইফারি ইনস্টিটিউট-	১৫,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০
৯।	অন্যান্য-	১০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট=	৩২,৯৫,০০,০০০.০০	২৬,৩৭,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৭৭,৯৪,০০,০০০.০০
৩৪,৬০,০০,০০০.০০

৭৭,৯৪,০০,০০০.০০
১৯০,৪৮,০০,০০০.০০
২৭,৬৭,০০,০০০.০০
২১৮,১৫,০০,০০০.০০

৮১,১৩,০০,০০০.০০
৩৫,৯২,০০,০০০.০০
৮১,১৩,০০,০০০.০০
১৯৮,১৮,০০,০০০.০০
১৪,৪২,০০,০০০.০০
১৮৩,৭৬,০০,০০০.০০

৭৫,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৩৮,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১৩২,০২,৫০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৫০,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০০.০০
৬০,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৭,০০,০০,০০০.০০
৮০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৭৫,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১২৪,১৫,৫০,০০০.০০

১৫,০০,০০,০০০.০০
২৮,০০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
২,৪০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০,০০০.০০
৭,০০,০০,০০০.০০
৭,০০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
১১৩,৯০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৩০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
৭০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
১৬,৫০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০০.০০
৮,০০,০০,০০০.০০
-
-
৫,০০,০০,০০০.০০

৪৫,০২,০০,০০০.০০

৩,০০,০০,০০০.০০
২৬,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
২৯,৫০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৭৩০,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০,০০০.০০
২০০,০০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০,০০০.০০
৫৫,০০,০০,০০০.০০

২৫০,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০,০০০.০০
-
১৭০,০০,০০,০০০.০০
১৫৭০,০০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৩৫,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৮০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৬৫,০০,০০০.০০
৭৫,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
৩৭,৯৫,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৮৭,০০,০০,০০০.০০
৮২,০০,০০,০০০.০০
৩৯,৫০,০০,০০০.০০

১৭,৫০,০০,০০০.০০
১৮,০০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
১৩,০০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৭,৫০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৭০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০০.০০
৩,৭৫,০০,০০০.০০
২,০০,০০০.০০
৬,৫০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
৮০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
২৯৩,৭৫,০০,০০০.০০

২১,০০,০০,০০০.০০
৬,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৭০,০০,০০০.০০
৭৫,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৭৫,০০,০০০.০০
৫৯,১৫,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫

৮০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৯,৯৫,০০,০০০.০০

১৫,০০,০০,০০০.০০
৩০,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৫২,৫০,০০,০০০.০০

২,৫০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৫৫,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০

৮,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৩৯,৭৫,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
১,৫০,০০০.০০
৩০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৩৫,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
১,৬৬,৫০,০০০.০০

৩০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৬,০৫,০০,০০০.০০

৩০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০

৭০,০০,০০০.০০
৪৫,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
১,৫৫,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৩,০০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৭৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৫,৭৫,০০,০০০.০০

৩,০০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৩,০০,০০০.০০
২,০০,০০০.০০
-
১০,০০,০০০.০০
৫,৯৫,০০,০০০.০০

৪০,০০,০০০.০০
৩৫,০০,০০০.০০
৩,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
১,০৩,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫

৩০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
১,১৫,০০,০০০.০০

২৫,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
৩০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১৬,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৫,০০,৫০,০০০.০০
৩৮,৫৯,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
১,৫০,০০,০০০.০০
১,২৫,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০

৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
৩,৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০,০০০.০০
১২,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
৮৪,২৫,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
১২০,০০,০০,০০০.০০
১৬২,০০,০০,০০০.০০
৪১২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৪২,০০,০০,০০০.০০
৩০,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
৬১,০০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
৮৩৪,৩০,০০,০০০.০০

৮,০০,০০,০০০.০০
৮,০০,০০,০০০.০০
৬,৫০,০০,০০০.০০
৮,০০,০০,০০০.০০
৭,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
১২,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৮,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
-
৮,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
১০৬,৪০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৬০,০০,০০,০০০.০০
১৭,০০,০০,০০০.০০
১২,০০,০০,০০০.০০
১,৫০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
১,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০

৫,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
২,৫০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৪,০০,০০,০০০.০০
২,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
৩,০০,০০,০০০.০০
১৪২,০০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৫০,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০,০০০.০০
১৫,০০,০০,০০০.০০
২০০,০০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০,০০০.০০
৫৫,০০,০০,০০০.০০

২৫০,০০,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০,০০০.০০
-
৭০,০০,০০,০০০.০০
৭৪০,০০,০০,০০০.০০

বাজেট ২০২১-২০২২
৫
৩০,০০,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
২০,০০,০০০.০০
৬৫,০০,০০০.০০
২৫,০০,০০০.০০
৫০,০০,০০০.০০
৪০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
৩২,৭০,০০,০০০.০০